নাটক নয়, স্বচ্ছতা চাই॥ ইন্টারনেটে ভোটার তালিকা প্রকাশ করুন

বাংলাদেশের সমসাময়িককালের সবচেয়ে সার্কাস্টিক নাটকীয় ঘটনাটির নাম নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে একে বলা যায় ভোটার তালিকা রঙ্গ। নির্বাচন কমিশনে আরো অনেক রঙ্গ আছে। তবে এখন বড় রঙ্গ এটিই। কেউ যদি নির্বাচন কমিশনের বর্তমান নাটকটিকে আব্দুল আজিজ পালা বা জাকারিয়া কাহিনী কিংবা সহি মাহফুজনামা হিসেবেও আখ্যায়িত করেন, তবে তাতে অবাক হবার কিছু থাকবেনা। এই পালাগুলোর মঞ্চায়নের সবচেয়ে বিখ্যাত নাট্যমঞ্চের নাম নির্বাচন কমিশন। এই নাট্যমঞ্চটির অবস্থান ঢাকার শেরে বাংলা নগরে। মুখ্য অভিনেতাগণের তালিকায় আছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং তার সহযোগী চারজন নির্বাচন কমিশনার। এছাড়াও নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করছেন। নেপথ্যে যারা কাজ করছেন তাদের মাঝে হাওয়া ভবন, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়, মিন্টো রোড এবং সচিবালয়ের দক্ষ কুশীলবগণ আছেন। এই কুশীলবদের নাটক দেখার জন্য পর্দা তোলার দায়িত্ব পালন করছে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকগণ। তাদেরকে যাত্রাগানের বিবেকের ভূমিকায় ভাবা যায়। বিরোধী দল এই নাটকের নির্যাতিত মানবতার প্রতীক। তাদের সাথে সহানুভূতিশীল পেশাজীবিরা আছেন। দর্শকরা সারা দেশেই ছড়িয়ে আছেন। তারা কখনো টিভি চ্যানেলে এই নাটক দেখছেন, কখনো নাটকের সংলাপ পত্রিকার পাতায় পড়ছেন। কখনোবা সেইসব কাহিনী পল্টনের মতো মাঠে ঘাটে রাজনৈতিক মঞ্চেও শোনা যাচ্ছে। এমনকি দেশের বাইরে থেকেও প্রবাসী বাঙ্গালীরা এই দৃশ্যাবলী আনন্দ ও বেদনার সাথে দেখছেন। এই নাট্যানুষ্ঠান দেখার জন্য ইউরোপীয় কমিশনের ট্রয়কা এরই মাঝে বাংলাদেশে এসে পড়েছেন। মার্কিন কর্মকর্তারাও এলেন বলে।

এই নাটকের প্রথম দৃশ্যাবলী এইসব পাত্রপাত্রীদের কারো কারো ভূমিকাসহ দুই হাজার এক সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে সেইসব ঘটনার পর বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক পানি গড়িয়েছে। এছাড়াও ঢাকা দশ আসনের নির্বাচন, চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচন, মুন্সীগঞ্জের উপনির্বাচন ইত্যাদি নানাবিধ ছোট ছোট দৃশ্যাবলী না মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছে। এইসব দৃশ্যে বিশেষত সম জাকারিয়া, মিয়া মুশতাক আহমেদ (সাবেক ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার ও বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব) এবং তাদের সহযোগীরা পাত্রপাত্রী ছিলেন। তবে নাটকের সর্বশেষ যে অঙ্কটি এখন মঞ্চস্থ হচ্ছে, তার প্রধান নায়ক হলেন জনাব আব্দুল আজিজ। তিনি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মনোনয়ন পাবার পরই সংলাপের নামে একটি কমেডি পালার সূচনা করেন। তারপর সাংবাদিকদের সাথে তার লুকোচুরি খেলা, ঘরে তালা দিয়ে অফিস করা এবং হাইকোর্টের রায়ের পর ব্যথা বেদনার অজুহাতে অসুস্থতার ভান করা ইত্যাদি দৃশ্যাবলী বঙ্গসন্তানদেরকে দারুন আনন্দ দিয়েছে। কেশহীন মস্তকে তার মেকআপও ছিলো চমৎকার। তিনি যেসব সংলাপ উচ্চারণ করেছেন তারও কোন তুলনা নেই। অস্কার না হলেও এমি বা এনটিভি পুরষ্কারতো তিনি পেতেই পারেন। পরিশেষে মাহফুজুর রহমান এবং সম জাকারিয়াকে কমিশনার হিসেবে মনোনয়ন দেবার পর রাতারাতি সুস্থ হয়ে উঠে আজিজ সাহেব নাটকের দৃশ্যাবলীতে অভিনয়ের নতুন মাত্রা যোগ করেন। দর্শকরা বুঝতে পেরেছে যে তার মতো খলনায়কের অভিনয় এমনই সরস যে, সেই অভিনয়ের দায় দায়িত্ব ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোটের ভোটের হিসাবেও ধাক্কা দিতে সক্ষম।

আমি ঠিক জানিনা, বেগম খালেদা জিয়ার উপদেষ্টারা তার শত্রু না মিত্র। তারা যদি তার মিত্র হয়ে থাকেন তবে তারা আব্দুল আজিজের মতো একজন গোপাল ভাড়কে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতো এমন একটি অতি গুরুত্বপুর্ণ ও সাংবিধানিক পদে মনোনায়ন দেবার জন্য কেমন করে সুপারিশ করলেন, সেটি আমি বুঝতে অক্ষম। শুধু তাই নয়, সম জাকারিয়ার মতো অসৎ, ক্ষমতালিপ্সু লোককে দিয়েও ক্ষমতাসীনরা যে দিনের পর দিন বদনাম কামাই করবে, সেটিও কি বেগম জিয়া বা তার পারিষদবৃন্দ বুঝতে অক্ষম ছিলেন। তাকেতো তারা বিগত তিরিশ বছর যাবত দেখে চলেছেন। তারপরও তারা কেন এটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি যে, এই লোকটি তার নিজের মানমর্যাদা বজায় রেখে চালাকির সাথে অপকর্মও করতে পারেনা। ঢাকা দশ আসনের উপনির্বাচনের সময় তার ভূমিকা থেকে সেই শিক্ষাই তাদের নেয়া উচিত ছিলো। এই লোকটিই বিগত সময়ে প্রায় সকল নির্বাচন কমিশনারের ইমেজকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে এসেছেন। বিগত আঠারো বছর ধরে (আমার দেখা) তার পরামের্শ নির্বাচন কমিশনাররা বারবার ফাঁদেই পড়েছেন। এমনকি বিচারপতির ক্লিন ইমেজ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে এসে তারা বিতির্কত হয়ে বাড়ী গেছেন। এদের অনেকেরই অর্থ আত্মসাতের গল্পও আছে। এর নেপথ্যে যে সম জাকারিয়া, সেটিও তো বেগম জিয়ার দলের লোকজনের জানা থাকার কথা। লোকটি যে কতোটা অসৎ সেটি তার সন্তানকে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেবার মধ্য দিয়েই সে প্রমাণ করেছে। চারদলীয় জোটের এমন কি ঠ্যাকা ছিলো যে, এই অসৎ লোকটির দায়িত্ব তাদের নিতে হবে? বিশেষ করে ক্ষমতার শেষ সময়ে এই আপদ ঘাড়ে নেবার কোন

বিশেষ কারণ আছে কি? এটি কি সম জাকারিয়াকে তার অবদানের জন্য পুরষ্কৃত করা? অন্যদিকে বেগম জিয়া মাহফুজুর রহমান নামক লোকটির দায়িত্বইবা কেন নিতে গেলো? যে বিচারপতি নিজেই বিচার বিভাগের মর্যাদা রাখতে পারেন না, তাকে কমিশনার বানিয়ে জোট সরকার কোন ফায়দা পেলো, সেটিও আমি বুঝতে পারিনি। ফলে বেগম জিয়ার এই পরামর্শ দাতাদেরকে নিয়ে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করছি। আর যদি এমন হয়ে থাকে যে প্রধানমন্ত্রী নিজেই এইসব রত্ন বাছাই করেছেন, তবে তাকে অনুরোধ করবো ভবিষ্যতে উপযুক্ত ঝিনুক যেন প্রথমে খোজ করেন এবং পরে সেখান থেকে যাচাই বাছাই করে যেন মুক্তা বের করেন।

তবে আমি মনে করি যে, একেবারে সোনারূপার পানি দিয়ে ধুয়ে (হিন্দুরা বলে তুলসী দিয়ে দুয়ে) যদি নির্বাচন কমিশন তৈরী করা হয় তবুও অন্তত পুরোপুরি স্বচ্ছতা পাওয়া যাবেনা। বিগত আঠারো বছর যাবত আমি ভোটার তালিকা মুদ্রণের বিষয়টি দেখে আসছি। এখানে টাকার খেলা এতো বেশী এবং রাখঢাক এতো প্রবল যে ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা আনা সত্যি সত্যি কঠিন কাজ। নব্বুই দশকে কম্পিউটারে বাংলা প্রচলনের পর নির্বাচন কমিশনের কাছে আমরা প্রস্তাব পেশ করি যেন কম্পিউটারে ভোটার লিস্ট মুদ্রণ এবং ডাটাবেজ প্রস্তুত করার কাজ করা হয়। সেই সময়ে সম জাকারিয়ারা লেটারপ্রেসের কাছ থেকে টাকা খাবার জন্য ডাটাবেজের বিষয়টিকে এড়িয়ে যায়। এরপর নির্বাচন কমিশনের সামনে আরো বহুগুণ টাকার গন্ধ আসে। প্রস্তাব আসে ভোটার আইডি কার্ড তৈরী করার। সেখানেও কোটি কোটি টাকার দেনাপাওনার হিসাব কষে শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটিকেই ভেস্তে দেয়া হয়। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সেই সময়ে এই প্রকল্প সম্পর্কে পুরোপুরি উদাসীন ছিলো। ফলে নির্বাচন কমিশন এবং কিছু অসাধু ব্যবসায়ীরা মিলে পুরো প্রকল্পটিকে নস্যাৎ করে দেয়। তবুও একসময়ে নির্বাচন কমিশনের কিছুটা হুশ হয় এবং বিগত ভোটার তালিকাটিকে তারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করে। কিন্তু সেখানেও নির্বাচন কমিশন কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। ফলে ভোটার তালিকা মুদ্রণের জন্য মুদ্রকরা যেসব বাংলা ফন্ট দিয়ে কাজ করেছেন পাইকারি হারে সেইসব ফন্টেই ডাটাগুলো রাখা হয়েছে। সামান্য নজর দিলে এইসব ডাটাকে বাংলা ডাটাবেজ হিসেবে সংরক্ষণ করা যেতো। দেশের নিজস্ব বাংলা এনকোডিং (বিডিএস ১৫২০:২০০০) বা ইউনিকোড; এর কোনটাই এখানে রক্ষা করা হয়নি। এমনকি দেশের সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় এনকোডিং বিজয় ও পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়নি। বিগত ভোটার তালিকা মুদ্রণের সময় একটি এনকোডিং নির্দিষ্ট করে দিলে এই সমস্যাটি হতোনা। আমার

যতোদূর মনে পড়ে, ওমর ফারুক সাহেব (বর্তমানে বিটিআরসির চেয়ারম্যান) যখন সচিব ছিলেন তখন একটি প্রকাশ্য সভায় আমি এই কথাগুলো বলেছিলাম। কিন্তু জাকারিয়া সাহেবদের বাহিনী তখন আমার সম্পর্কে এমনসব মন্তব্য করেছিলো যে, উপস্থিত মুদ্রকরা তাকে মারতে উদ্যত হয়েছিলো। আমি নিজে মঞ্চে দাড়িয়ে শত শত মুদ্রককে শান্ত করেছিলাম। এখন আবারো স্পস্ট করে একথা বলতে পারি যে, বিদ্যমান ডিজিটাল ডাটাকে ইচ্ছে করলেই বিডিএস ১৫২০ বা ইউনিকোড ৫.০ এ রূপান্তর করা যাবে এবং সেটিকে একটি বিশ্বমানের ডাটাবেজে পরিণত করা যাবে। এর সাথে হাল নাগাদ করার ফলে যেসব নতুন তথ্য আসবে তাকে যদি বিডিএস ১৫২০:২০০০ বা ইউনিকোড ৫.০ এনকোডিং ব্যবহার করে ডাটা এন্ট্রি করা হয় তবে পুরো ভোটার তালিকাটির একটি চমৎকার ডাটাবেজ গড়ে তোলা যাবে। এই ডাটাবেজটি নির্বাচন কমিশনের সার্ভারে রাখা যায় বা ইন্টারনেটে প্রকাশ করা যায়। নির্বাচন কমিশনের সার্ভারটি জেলা নির্বাচন অফিসের সাথে ইন্ট্রানেটে যুক্ত থাকতে পারে। একই ডাটাবেজের একটি মিরর সাইট ইন্টারনেটে হোস্ট করা যায। ইন্টারনেটে হোস্ট করার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো যে, এটি যে কেউ যখন খুশী তখন যাচাই বাছাই করতে পারবেন। এমনকি ডুপ্লিকেট ডাটা থাকলে সেটিও সার্চ করে বের করা যাবে।

অনেকেই এমনকি কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরাও বলে বসতে পারেন যে, পুরো ডাটাগুলোই ইংরেজীতে রাখতে হবে। কম্পিউটারের ডাটাবেজ বাংলা করা যায়না এইরকম অজুহাত দিয়ে এখন ব্যাঙ্কের হিসাব বিবরণী, বিদ্যুত বিল, টেলিফোন বিল বা মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ইংরেজীতে প্রকাশ করা হচ্ছে। আসলে এটি একটি ঠুনকো অজুহাত। এরা বাংলার বদলে ইংরেজী প্রচলন করার জন্য ইংরেজীতে ডাটাবেজ করেছে। আমি ১৯৮৯ সালে বাংলায় ডাটাবেজ করে ঢাকা বোর্ডের ফলাফল টেবুলেশন করে দিয়েছিলাম। এখন সেইসব প্রযুক্তির আকাশছোয়া উন্নতি হয়েছে। এখন কেবল যে বাংলায় ডাটাবেজ করা সম্ভব, তাই নয়, বরং সাচিং, সর্টিংও করা সম্ভব। এমনকি কেউ যদি তার কম্পিউটারে বাংলা সফটওয়্যার বা বাংলা ফন্ট ইন্সটল নাও করে তবুও সে কেবল যে ইন্টারনেটের ডাটা দেখতে পাবে তাই নয়, সেইসব ডাটা অনুসন্ধানও করতে পারবে। সাম্প্রতিককালে ইউনিকোড এনকোডিং বিশ্বজোড়া এমন ব্যাপকভাবে গৃহিত হচ্ছে যে, এই প্রযুক্তি বিশ্বের সকল ভাষাকেই রোমান হরফের সমান মর্যাদা দিয়ে দিয়েছে। ইংরেজী আর বাংলা বলতে এখন কম্পিউটারে আলাদা কিছু নেই।

আমি জানিনা, নির্বাচন কমিশন আমার এইসব প্রস্তাবনা গ্রহণ করবে কিনা। বিশেষত যেসব বিশেষজ্ঞরা বিগত সময়ে নির্বাচন কমিশনের আইটি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন তারা কিন্তু এইসব পথে পা বাড়াননি।

আমি বরং একথা বলবো যে, ভোটার তালিকা নতুন না হাল নাগাদ করা সেই বিতর্কের চাইতে অনেক বড় বিষয় হলো ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা আনা। ইন্টারনেটে ভোটার তালিকা প্রকাশ করায় সেই স্বচ্ছতা আসবে।

অনেকেই একথা বলতে পারেন যে, ইন্টারনেটে ভোটার তালিকা প্রকাশ করায় তেমন কি আর লাভ হবে? কারণ আমাদের দেশের কয়জন মানুষ ইন্টারনেট থেকে তার নিজের তথ্য জেনে নেবে? এর মাঝে কিছু সঠিক বক্তব্য থাকলেও আমি মনে করি যে, আসলে ইন্টারনেট জানা বা না জানার উপর ব্যাপারটা নির্ভর করবেনা। আমাদের দেশের শতকরা এক ভাগ লোকও ইন্টারনেট ব্যবহার করেনা। কিন্তু অজ পাড়াগাঁ থেকেও একজন সাধারণ মানুষ ডিভি ফরম পূরণ করেছেন ইন্টারনেটে। ভোটার তালিকার ক্ষেত্রেও সাইবার ক্যাফেতে বসে এলাকার কোন একটি ছাত্র হয়তো ভোটার তালিকা ডাউনলোড করে নেবে এবং বাড়ীতে গিয়ে যাচাই করে দেখবে যে তালিকাটি সঠিক কিনা। নির্বাচনের প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলগুলোও এক্ষেত্রে সচেতন হবে। এখন ভোটার তালিকা বিপুল অর্থ ব্যয় করে কিনতে হয় বলে নির্বাচনের প্রার্থীরাই কেবল নির্বাচনের আগে সেটি কিনে থাকে। মাত্র দশ টাকার একটি সিডিতে এই ডাটাগুলো রাইট করে পচিশ টকায় নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা বিক্রি করতে পারে।

আরো একটি বিষয়ের কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। এখন ভোটার তালিকা কিনে নিলেও তাতে ভূয়া ভোটার সন্ধান করা যায়না। কারণ পুরো দেশের ভোটার তালিকাটি একটি ডাটাবেজে না থাকায় খোজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে যে ভোটার ডুপ্লিকেট হয়েছে কিনা। আমাদের প্রস্তাবিত ডাটাবেজে কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই পুরো দেশের ভোটার তালিকাটি খোজে সকল ডুপ্লিকেট বের করা সম্ভব। নাম ধরে, বাবার নাম ধরে, এলাকা ধরে, বয়স ধরে, পেশা ধরে বা অন্য যেকোন প্যারামিটার ধরে এই কাজটি করা যেতে পারে।

আমি মনে করি, এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুললেই একটি সঠিক ভোটার তালিকা আমরা পাবো। আর একবার যদি এই কাজটি করে ফেলা যায়, তবে যেকোন সময় ভোটার তালিকা আপডেট হতে পারবে এবং এমনকি নির্বাচনের সময় হাতের মোবাইল ফোনটি দিয়ে নির্বাচন কমিশনের সেন্ট্রাল ডাটাবেজ সার্চ করে ভোটার বা জাল ভোটার সনাক্ত করা যাবে। এই ডাটাবেজে ভোটারের ছবিও সংযুক্ত করা যাবে। আইডি কার্ড ভোটারের হাতে না দিয়ে রিটার্নিং অফিসারের হাতের

নোটবুক থেকেই ভোটারের ছবি দেখা যাবে। এর জন্য যে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হবে তাও নয়। বরং ভোটার তালিকা কাগজে ছাপতে যে টাকা ব্যয় হবে সেই টাকাতেই ইন্টারনেটে ডাটাবেজ প্রকাশ করা যাবে। শুধু মনে রাখতে হবে যে, ডাটা এন্ট্রি করার সময় যেন সেইভাবে ডাটা এন্ট্রি করা হয় যেভাবে ডাটাবেজটি তৈরী করা হবে।

২৪ জানুয়ারী ২০০৬ ॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ০৬ সম্পাদিত